বিদায় হজ্জের খুৎবা

বিশ্ব-শান্তির আলোকবর্তিকা

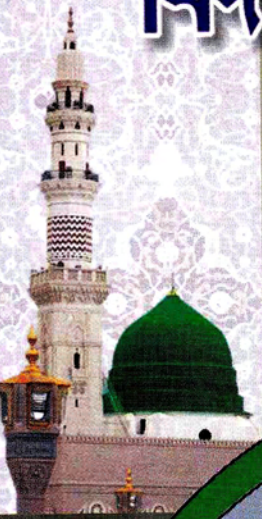

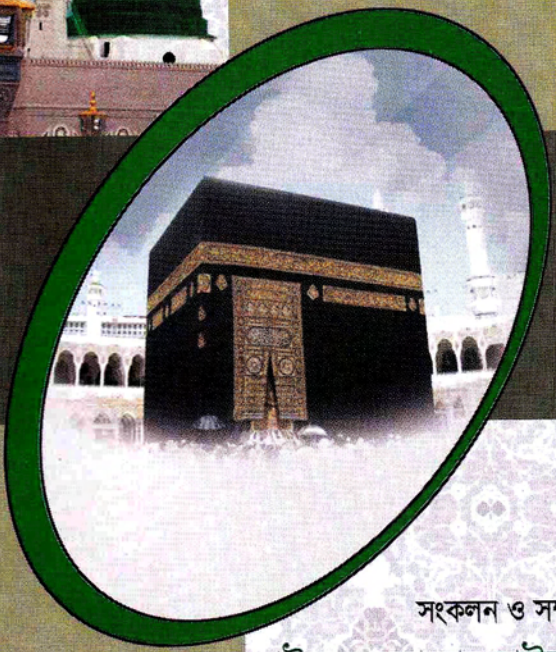

সংকলন ও সম্পাদনায়

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

বিদায় হজ্জের খুৎবা

বিশ্ব-শান্তির আলোকবর্তিকা

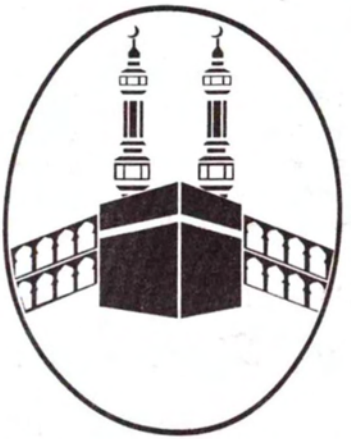

সংকলন ও সম্পাদনায়

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী

পরিচালক : মুফতী আমীমুল ইহসান একাডেমী

পরিবেশনায়

বারকাতী পাবলিকেশন্স

প্রতিষ্ঠাতা : সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নোমান বারকাতী (রহঃ)

১৪/১, তনুগঞ্জ লেন, কলুটোলা, সূত্রাপুর,

ঢাকা-১১০০ মোবাইল: ০১৯২১৬৯৬৫৫৮

Email: barkatipublications@gmail.com

বিদায় হজ্জের খুৎবা

বিশ্ব-শান্তির আলোকবর্তিকা

প্রকাশক
সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ ঈয়ামান
প্রথম প্রকাশ
মুহার্‌রাম ১৪৩৪ হিজরী, December 2012, অগ্রহায়ন ১৪১৯

প্রাপ্তিস্থান

আন্ নূর পাবলিকেশন্স
৫২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সন্‌জরী পাবলিকেশন্স
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

রশীদ বুক হাউস
৬ প্যারীদাস রোড, ঢাকা
আফতাব বুক হাউস
কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা

হাদিয়া : ৩০ টাকা (মাত্র)

Biday Hojjer Kutba

Bisso Shantir Alokbortika

Complied By: **Sayed Muhammad Naimul Ehasan Barkati**
Published by: **Sayed Muhammad Yaman**

Barkati Publications

Founder: Sayed Muhammad Nowman Barkati (RA)
14/1 Tanogang lane, Kolutola, Sutrapur, Dhaka.
Email: barkatipublications@gmail.com

প্রারম্ভিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ - أَمَّا بَعْدُ:

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল বিদায় হজ্জের খুৎবা। ইসলাম ধর্ম যে ধাপে ধাপে ও পর্যায়ক্রমে পূর্ণতা পেয়েছিলো, তারই চূড়ান্ত ঘোষণা ছিলো সেই ভাষণ। দুনিয়ার বুকে ইসলাম এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই খুৎবা চিরকালের জন্য এক আদর্শ। দুঃখের বিষয় আজ মুসলমানেরা সামান্য তুচ্ছ বিষয়ের পিছনে যে সময় ব্যয় করছি তার সিকিভাগও প্রিয়নবী প্রদত্ত বিদায় হজ্জের খুৎবা জানার পিছনে ব্যয় করছি না । এই ব্যক্তিগত তাড়না থেকেই শ্রদ্ধেয় জনাব আব্দুল কুদ্দুস সাহেব আমাকে বিদায় হজ্জের খুৎবা শীর্ষক কিতাব রচনার অনুরোধ করেন এবং তার সেই প্রয়াসই বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছি। এছাড়া কিতাবের শেষে উমরে সানী নামে বিখ্যাত বাদশাহ হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) এর সংক্ষিপ্ত জীবন তুলে দেয়া হয়েছে যাতে বর্তমান শাসকদের দেশ ও রাষ্ট্র ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালনার দিক নির্দেশনা রয়েছে।

মহান আল্লাহর শাহী দরবারে দোয়াগুজার হচ্ছি যে তিনি এই বইটির রচনায় আমাদের সম্মিলিত খিদমত কবুল করুক এবং আমরা যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয় বান্দা হওয়ার তৌফিক লাভ করতে পারি।

آمِين ! يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাইমুল ইহসান বারকাতী
পরিচালক : **মুফতী আমীমুল ইহসান একাডেমী**
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, কলুটোলা, সূত্রাপুর,
ঢাকা-১১০০ মোবাইল : ০১৯২১৬৯৬৫৫৮
Email : naimulehasan@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

বিদায় হজ্জ

کعبے کی رونق کعبے کا منظر ✪ اللہ اکبر اللہ اکبر

دیکھوں تو دیکھے جاوں برابر ✪ اللہ اکبر اللہ اکبر

পবিত্র কাবার সৌন্দর্য্য পবিত্র কাবার অপরূপ দৃশ্য আল্লাহু আকবার

যতই দেখি বার বার দেখি তার বেশী সৌন্দর্য্য আল্লাহু আকবার

হজ্জাতুল-বিদা ও এর সময় নির্বাচন

মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর ঘর পবিত্র কা'বা মূর্তি থেকে ও মূর্তির পূতি-গন্ধময় আবর্জনা থেকে মুক্ত ও পাক-সাফ হল। আল্লাহর ঘর থেকে যাবতীয় তাগুত নিক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর একত্ববাদ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল। মুসলমানদের ভেতর হজ্জের প্রতি নবতর আগ্রহের সৃষ্টি হয় এবং প্রেম ও ভালবাসার পেয়ালা কেবল পূর্ণই হয়নি বরং উছলে পড়বার উপক্রম হয়। অপরদিকে বিচ্ছিন্ন হবার মুহূর্তও খুব কাছাকাছি ঘনিয়ে আসে। আর অবস্থার দাবিও হল যে, উম্মাহকে বিদায় সালাম জানাতে হবে। তখন মহান আল্লাহ পাক প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ (১০ম হি.) হজ্জের অনুমতি দিলেন। ইসলামে এটি ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ হজ্জ।

বিদায় হজ্জের দাওয়াতি, তাবলিগি ও তরবিয়তি গুরুত্ব

হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ মদিনা থেকে এই উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন যে, বায়তুল্লাহর হজ্জ করবেন, মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হবেন, তাদের দীনের তালিম দেবেন, হজ্জের নিয়ম-কানুন শেখাবেন, সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করবেন, আপন অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন

করবেন, এবং জাহিলিয়াতের শেষ চিহ্নটুকু চিরতরে মুছে ফেলবেন। এই হজ্জ হাজারো ওয়াজ-নসিহত, হাজারো দরস ও তালিমের স্থলাভিষিক্ত ছিল। এটি ছিল একটি চলতি ও ভ্রাম্যমাণ মাদরাসা, একটি সক্রিয় ও গতিশীল মসজিদ এবং একটি চলন্ত ছাউনি যেখানে একজন মূর্খ-জাহিল, ইলম দ্বারা সজ্জিত হবে, গাফিল তার গাফলত থেকে সজাগ হবে, অলস চঞ্চল হবে, কমজোর শক্তিশালী ও বলবান হবে। রহমতের একটি মেঘ, সফরে ও বাড়ি-ঘরে অবস্থানরত সর্বাবস্থায় ও সর্বমূহূর্তে তাঁকে ছায়াদান করত। এ ছিল প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহচর্য, তাঁর স্নেহ ও ভালবাসা, তাঁর প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্বরূপী রহমতের মেঘ।

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক রেকর্ড

সাহাবায়ে কিরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর ন্যায় বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারিগণ এই সফরে নাজুক থেকে নাজুকতর দিক এবং ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনার এমন একটি রেকর্ড আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে গেছেন যার নজীর না রাজা-বাদশাহ কিংবা আমীর-উমারার সফরনামাগুলোতে পাওয়া যাবে, আর না পাওয়া যাবে ওলামা ও মাশায়েখদের কাহিনীতে। এই হজ্জ সফরকে 'হজ্জাতুল-বিদা' হজ্জাতুল-বালাগ ও হজ্জাতু'ত-তামাম' নামে স্মরণ করা হয় থাকে। আসলে এগুলোরই সমাহার ছিল এই হজ্জ, বরং এসবের চাইতেও ভিন্ন কিছু। এ সফরে তাঁর সঙ্গে এক লক্ষের বেশি সাহাবি শরিক ছিলেন।

বিদায় হজ্জের প্রস্তুতি

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের সংকল্প করলেন এবং দশম হিজরীর জিলক্বদ মাসে লোকদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি এবার হজ্জে যাচ্ছেন। এতদশ্রবণে লোকেরা তাঁর সঙ্গে হজ্জ গমনের আশায় প্রস্তুতি শুরু করে দেয়।

এই খবর মদিনার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেসব এলাকার লোকেরাও দলে দলে মদিনায় এসে উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে এত বিপুল সংখ্যক লোক কাফেলায় শামিল হয় যে, এর সংখ্যা নিরূপণও কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। এ ছিল যেন এক মানব সমুদ্র! সামনে পিছনে

ডানে বামে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু মানুষ আর মানুষ তাঁকে ঘিরে রেখেছে। তিনি মদিনা থেকে ২৫ জিলক্বদ রোজ শনিবার জোহর বাদ রওয়ানা হন। প্রথমে জোহরের সালাত আদায় করেন। এর পূর্বে একটি খুৎবা দেন এবং এতে ইহরামের ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহের বর্ণনা দেন। এরপর তালবিয়া পাঠ করতে করতে রওয়ানা হন।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লাব্বাইকা লা-শারিকা লাকা লাব্বাইক

ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক্ লা শারিকা লাক

অর্থ : আমি হাজির হে আল্লাহ, আমি হাজির আমি হাজির, কোন শরিক নেই তোমার, আমি হাজির, কোন শরিক নেই তোমার আমি হাজির নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই আর সকল সাম্রাজ্যও তোমার। কোন শরিক নেই তোমার।

বিশাল জনসমুদ্র এই তালবিয়া কখনো সংক্ষেপে, কখনো বা কমিয়ে বাড়িয়ে বলছিল। কিন্তু এতে তিনি কাউকে কিছু বলেননি! তালবিয়া পাঠের সিলসিলা তিনি অব্যাহত রাখেন। অতঃপর 'আরাজ নামক স্থানে পৌছে ছাউনি ফেলেন। এ সময় তাঁর সওয়ারি ও আবু বকর (রা.) এর সাওয়ারি একই ছিল।

মক্কায় তিনি ৪/৫ দিন (শনি, রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবার এই কয়দিন) অবস্থান করেন। বৃহস্পতিবার বেলা উঠতেই সকল মুসলমানকে নিয়ে মিনায় গমন করেন। জোহর ও আসর সালাত তিনি এখানেই আদায় করেন ও এখানেই রাত্রি যাপন করেন। এদিন ছিল বৃহস্পতিবার দিবাগত জুমু'আর রাত্রি। সূর্য উঠতেই তিনি আরাফাতের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। তিনি এখানেই অবতরণ করলেন। বেলা ঢলে পড়তেই উটনি "কাসওয়া"-কে প্রস্তুত করার হুকুম দিলেন। এরপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে 'আরাফাত প্রান্তরের মাঝখানে মনজিল করেন এবং আপন সওয়ারি পৃষ্ঠে থেকেই এক তেজস্বিনী ভাষণ দেন।

বিদায় হজ্জের খুৎবা

বিদায় হজ্জে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত ময়দানে প্রায় ১,২৪,০০০, মতান্তরে ১,৪৪,০০০ লোকের বিশাল জন সমুদ্রের কাছে উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন । তিনি বলেন–

সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ তায়ালা র প্রাপ্য। তাই আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং আমরা তাঁরই কাছে সহায়তা ও সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা তাঁরই কাছে আমাদের নফসের অমঙ্গলময় ও পাপপূর্ণ প্ররোচনা থেকে এবং তার পরিণতিতে আমাদের নিজেদের পাপকর্ম থেকে আশ্রয় চাই। আলাহ তা'আলা যাকে পথ দেখান কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না– আর যাকে বিপথগামী হতে দেন, তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলাহ তায়ালা ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা এবং প্রেরিত বান্দা এবং (শেষ) রাসূল।

হে আল্লাহর বান্দারা, আমি তোমাদেরকে অসীয়ত করছি এবং উদ্বুদ্ধ করছি এ ব্যপারে যে তোমরা আল্লাহপাকের আনুগত্য কর। তোমাদের সামনে আমিই নেক কাজের সূচনা করেছি।

হে উপস্থিত মানবজাতি, আমার কথা শোনো, আমি তোমাদেরকে পরিস্কার ভাষায় বলছি , এবারের পর তোমাদের সাথে এই জায়গায় আর সাক্ষাৎ নাও হতে পারে। তোমাদের রক্ত এবং ধন-সম্পদ পরস্পরের জন্যে চিরস্থায়ী ভাবে হারাম করা হলো, যেমন আজকের এই দিন, আজকের এই মাস এবং তোমাদেও এই শহর সকলের জন্য হারাম (পবিত্র ও নিরাপদ)। সাবধান আমি তোমাদেও কাছে এই সত্যের বাণী পৌছিয়ে দিলাম। হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকো। তোমাদের মধ্যে যার কাছে অন্যের আমানত আছে সে যেন তাঁর (মালিকের) কাছে পৌছিয়ে দেয়।

শোনো, জাহেলিয়াতের সময়ের সবকিছু আমার পদতলে পিষ্ট করা হয়েছে। জাহেলিয়াতের খুনও খতম করা হয়েছে। সর্বপ্রথম আমি আমের বিন রবীয়ার খুনের দাবী রহিত করলাম। জাহিলিয়াত যুগের সমস্ত সুদগুলো বাতিল করা হল। সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এর সুদ রহিত করলাম।

জাহিলিয়াত যুগের সমস্ত পদ পদবী ও সম্মান বাতিল করা হল। কেবল কাবা শরীফের তত্ত্বাবধায়কের পদ ও হাজীদের যমযম পানি সরবারহের পদ- এই দুটি পদ বহাল থাকবে। যে হত্যা ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করল তার (কিসাস) বদলা একশ উট নির্ধারন করা হল। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশী চাবে তার একাজ জাহিলিয়া যুগের কাজ বলে গণ্য হবে।

হে উপস্থিত জনতা, শয়তান এই ব্যপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছে যে এই জমীনে তার উপাসনা করা হবে না। কিন্তু এই ভেবে সে খুশি যে অন্যান্য গুনাহের কাজে তার আনুগত্য করা হবে।

আরবের লোকেরা তাদের সুবিধা অনুযায়ী হজ্জের মাস বদলে দিত, এ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

হে মানব জাতি, বছরের মাসগুলোকে আপন জায়গা থেকে সরিয়ে দেয়া কুফর বৃদ্ধি করারই নামান্তর। এক বছর তারা এটাকে (হারাম মাসকে) হালাল এবং অন্য বছর তারা একে হারাম করত, যাতে সেই গণনা যা আল্লাহ নির্ধারন রেখেছেন তা পূর্ণ করতে পারে। নিশ্চয়ই যামানা ঘুরে সেই জায়গায় এসে গেছে যেখান থেকে সৃষ্টি জগতের সূচনা হয়েছিল। আল্লাহপাকের কাছে গণনায় মাসের সংখ্যা বারোটি যা আল্লাহর কিতাবে সংরক্ষিত আছে। যখন থেকে আল্লাহপাক আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই চারটি মাসকে হারাম হারাম (পবিত্র ও নিরাপদ) ঘোষণা করেছেন। তিনটি মাস ক্রমানুসারে যুক্ত এবং সেগুলো হলো যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহার্‌রম, বাকী একটি বিছিন্ন আর

তা হচ্ছে জামাদিউস সানী ও শাবানের মধ্যবর্তী মাস রজব মাস। সাবধান আমি তোমাদের কাছে সত্যের দাওয়াত পৌছে দিয়েছি, হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেকো।

হে মানব জাতি, তোমাদের নারীদেরকে তোমাদের ওপর কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে। তোমাদেরও তাদের কাছে কিছু অধিকার প্রাপ্য রয়েছে। তোমাদের স্বামীদের শয়নকক্ষে তোমরা ছাড়া আর কাউকে আসতে না দেওয়া তোমাদের কর্তব্য। কোন নির্লজ্জ ও অশ্লীল কাজ করা স্ত্রীদের উচিত নয়।

হে লোক সকল! আমি নারীদের সম্পর্কে তোমাদের হুশিয়ার করে দিচ্ছি। তোমরা যখন তাদের উপর নির্মম ব্যবহার কর তখন আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে নির্ভীক হয়ো না। তোমরা অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহর জমীনে গ্রহণ করেছ এবং তারই কালেমার মাধ্যমে তাদের সাথে তোমাদের দাম্পত্য সম্পর্ক হয়েছে। জেনে রেখো, নারীদের পুরুষদের অধীন করা হয়েছে। তাদের উপর যেমন তোমাদের অধিকার আছে তেমন তোমাদের উপরও তাদের অধিকার আছে সুতরাং তাদের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ করো। হে মানব জাতি, তোমাদের দাস দাসী, যা নিজে খাবে সেটাই তাদের খেতে দিবে, যা নিজে পরবে তাই তাদের পড়তে দিবে।

হে মানব জাতি, সকল মুসলমান ভাই ভাই। কোন মুসলমানের পক্ষে তার ভাই এর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ গ্রহন করা বৈধ নয়। স্বয়ং আল্লাহপাক প্রত্যেক হকদারের হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সন্তান যার ঔরস থেকে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে হক অবশ্যই দিতে হবে। ব্যাভিচারীর জন্য রয়েছে প্রস্তরাঘাতের শাস্তি। যে সন্তান নিজ পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে পিতা সাব্যস্ত করবে এবং যে গোলাম নিজ মালিক ব্যতীত অন্য কাউকে মালিক সাব্যস্ত করবে তাদের উপর আল্লাহর আযাব। স্ত্রীরা যেন স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার স্বামী সম্পদ ব্যায় না

করে। ঋণ সর্বাবস্থায় পরিশোধ্য। ধার করা বস্তু ফেরত দিতে হবে, উপহারের প্রতিদান দেয়া উচিত জরিমানার জন্য জামিনদার দায়ী হবে।

হে মানব জাতি, তোমাদের সবারই খোদা এক, তোমাদের সকলের আদি পিতাও এক, সুতরাং কোন আরবের উপর অনারবের, সাদার উপর কালোর কোন প্রাধান্য নাই। সম্মানী সেই ব্যাক্তি যে খোদাভীরু।

হে মানব জাতি, আর আমি তোমাদের কাছে একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে থাক তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না । আর তা হল আল্লাহর কিতাব ।

মহানবী ﷺ তাঁর ভাষণের শেষে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, হে লোকসকল! কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তোমরা কি জবাব দিবে? জবাবে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা বলব, আপনি আমাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন ও স্বীয় কর্তব্য যথার্থভাবে পালন করেছেন। হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ তখন শ্রদ্ধাভরে ও শোকরগুজারীর ভাবে মহান আল্লাহর দিকে উদ্দেশ্য করে আসমানের দিকে শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে তিনবার বলেন–

اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ ۞ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ ۞ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ

হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক,
হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক।

ভাবের আতিশয্যে প্রিয়নবী রাসূলে আকরাম ﷺ কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। এক বেহেশতী নূর দ্বারা তাঁর সমস্ত মুখমণ্ডল যেন নূরে মুনাওয়য়ার হয়ে গেল। নবুয়তের গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার পর তাঁর অন্তরে যেন এক স্বর্গীয় স্বস্তি নেমে এল। আর সেই সময়ে নাযিল হয় কুরআন শরীফের সেই বিখ্যাত আয়াত–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ ○ (سورة المائدة ٣)

অর্থ :আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (সুরা মায়েদাহ-৩)

হযরত উমর ফারুক (রা) এই আয়াত শুনে কাঁদতে শুরু করেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বলেন, কাঁদছি এ জন্যে যে, পূর্ণতার পর তো শুধু অপূর্ণতাই বাকী থাকে।

এরপর প্রিয়নবী বললেন: হে মানব সকল! তোমরা যারা এখানে উপস্থিত রয়েছো, তারা এই বক্তব্যটি অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দিও।

খুৎবা শেষ হতেই বেলাল (রা) আজান দেয়ার হুকুম দিলেন। তিনি আজান দিলেন। এরপর তিনি জোহরের সালাত দুই রাকাত আদায় করলেন। ঠিক সেভাবে আসরেরও দু'রাকাতই পড়লেন। দিনটা ছিল জুমুআর দিন। সালাত শেষ হতেই সওয়ারিতে আরোহণ করলেন এবং সেই উকূফের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন যেখানে তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে দু'আ করেছিলেন (জায়গাটি আজ অবধি আরাফাতে বিখ্যাত ও চিহ্নিত)। এখানে এসে তিনি তাঁর উটের উপর বসলেন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু'আ ও মুনাজাত, মহান আল্লাহ সমীপে কান্নাকাটি, আপন দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের বিনীত প্রকাশের মাঝেই মশগুল থাকলেন।

সে সময় তিনি লোকদের সামনে (الوداع, الوداع) বিদায় কথাও বলেন এবং এ জন্যই এই হজ্জের নাম "হজ্জাতুল-বিদা" বা বিদায় হজ্জ।

সূর্যাস্তের পর তিনি আরাফাত থেকে রওয়ানা হলেন এবং উসামা বিন যায়দ (রা) নিজের পেছনে বসিয়ে নিলেন। তিনি দৃঢ় প্রশান্ত চিত্তে ও ভাবগম্ভীর মর্যদা সহকারে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। উটনীর রশি তিনি এভাবে গুছিয়ে নিয়েছিলেন যে, মনে হচ্ছিল তাঁর মস্তক বুঝি উটনীর

কুঁজ স্পর্শ করবে। তিনি বলে চলছিলেন, লোক সকল! নিরাপদ প্রশান্তির সঙ্গে চল। গোটা রাস্তা তিনি তালবিয়া পাঠ করছিলেন যতক্ষণ না মুযদালিফা গিয়ে পৌছেন– এ ধারা অব্যাহত থাকে । মুযদালিফায় পৌছেই সাহাবি হযরত বেলাল (র) কে আজান দিতে বললেন। আজান দেয়া হল। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং উট বসানো ও সামান নামানোর আগেই মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। লোকেরা সামান নামালে তিনি সালাতুল-ইশা আদায় করলেন, এরপর তিনি আরাম করবার জন্য শুয়ে পড়লেন এবং ফজর অবধি ঘুমালেন[১]।

পরেরদিন আওয়াল ওয়াক্তে ফজর আদায় করলেন। এরপর সওয়ারির পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন এবং মাশ'আরুল-হারাম-এ আসলেন ও কেবলা-মুখি হয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে দু'আ, তাকবির-তাহলিল ও জিকর-এ মশগুল হলেন। এরপর তিনি মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হন। ফযল বিন আব্বাস (র) এ সময় তাঁর উটনীর পৃষ্ঠে তাঁর পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বরাবরের মতই তালবিয়া পাঠ করছিলেন। ইবন আব্বাস (রা.) কে নির্দেশ দিলেন, জামরায়ে আকাবায় নিক্ষেপের জন্য সাতটি পাথর কুড়িয়ে নাও। ওয়াদিয়ে মুহাসসারের মাঝামাঝি পৌঁছতেই তিনি তাঁর উটনীর গতি বাড়িয়ে দিলেন কেননা এটি সেই জায়গা যেখানে হস্তি বাহিনীর উপর আল্লাহর আজাব নাজিল হয়েছিল। এভাবে তিনি মিনায় পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে জামারাতুল-আকাবায় তাশরিফ রাখলেন এবং সাওয়ারিতে আরোহণপূর্বক সূর্যোদয়ের পর জামারায় পাথর নিক্ষেপ করেন।

এরপর মিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে তিনি একটি বাগ্মিতাপূর্ণ খুৎবা দান করেন। এতে কুরবানীর দিনের সম্মান ও মর্যদা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন এবং আল্লাহ তাআলার নিকট এই দিনটির যে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে তা বর্ণনা করেন।

---

[১] মুহাদ্দিসানে কেরাম বলেন, এটিই প্রিয়নবীর জীবনের একমাত্র রাত যে রাতে তিনি তাহাজ্জুদ নামায পড়েন নি।

মিনার ময়দানে বর্ণিত খুৎবা

মিনার ময়দানে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি উটের উপর সওয়ার ছিলেন যার লাগাম ছিল হযরত বেলাল (র.) এর হাতে, হযরত উসামা বিন যায়েদ একখণ্ড চাদর দিয়ে প্রিয়নবীর উপরে ছায়া দিচ্ছিলেন। এমন সময় প্রিয়নবী বললেন,

- প্রিয়নবী: আজ কোন দিন?
- মুসলিম জনতা: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন[২]।
- প্রিয়নবী: (কিছুক্ষণ নীরবত থাকার পর) আজ কুরবানীর দিন নয় ?
- মুসলিম জনতা: নিঃসন্দেহে আজ কুরবানীর দিন।
- প্রিয়নবী: এটি কোন মাস ?
- মুসলিম জনতা: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।
- প্রিয়নবী: (সামান্য নীরবতার পর) এটি কি জিলহজ্জ মাস নয়?
- মুসলিম জনতা: নিঃসন্দেহে এটি জিলহজ্জ মাস।
- প্রিয়নবী: এটি কোন শহর ?
- মুসলিম জনতা: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।
- প্রিয়নবী: (দীর্ঘ নীরবতার পর) এটি সম্মানিত শহর নয় কি ?

অতঃপর বললেন, আমার কথা শোন যাতে তোমরা সহিহ-শুদ্ধ জীবন যাপন করতে পার। সাবধান! তোমরা জুলুম করবে না। সাবধান! তোমরা জুলুম করবে না। খবরদার! তোমরা জুলুম করবে না। আর কোন মুসলমানের ধন-সম্পত্তি থেকে তার সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। সর্বপ্রকার রক্ত, সব

---

[২] এটা মূলত সাহাবায়ে কেরামদের আদব ছিল যে প্রিয়নবীর যে কোন প্রশ্ন করলে তারা বলতেন (اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ) অর্থ্যাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন যদিও তাদের উত্তর জানা থাকুক।

ধরনের ধন-সম্পদ, যা জাহিলি যুগ থেকে চলে আসছে– তা কিয়ামত পর্যন্ত বাতিল ঘোষিত হল। সর্ব প্রথম যে রক্ত (প্রতিশোধ হিসাবে) বাতিল ঘোষিত হচ্ছে তা রবীআ ইবনুল-হরিসের রক্ত, সে বনী লায়স-এ প্রতিপালিত হয়েছিল এবং হুযায়ল গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছিল। জাহিলি যুগের সর্বপ্রকার সুদ রহিত করা হল এবং আল্লাহ তাআলার ফয়সালা এই যে, সর্ব পথম যেই সুদ রহিত করা হবে তা হবে আবাস ইবন আব্দুল-মুত্তালিবের সুদ। তবে তোমরা তোমাদের মূলধন ফিরে পাবে। এ ব্যাপারে তোমরা নিজেরা অত্যাচারিত হবে না আর তোমারা কারো উপর জুলুম করবে না। আদিতে তিনি যখন আসমান জমিন সৃষ্টি করেছিলেন, কালের আবর্তন-বিবর্তনে আজ সেখানেই এসে পৌছেছে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○ (سورة التوبة ٣٦)

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারোটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। এর মধ্যে চারটি সম্মানিত, এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা তাওবা : ৩৬)

আর হ্যাঁ, আমার পর আমার অবর্তমানে তোমরা পরস্পর মারামারি করে কাফির হয়ে যেও না। মনে রেখো! শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, যারা সালাত আদায় করে তারা কোনোদিন তার পূজারী হবে

না । তবে হ্যাঁ সে তোমাদের বিভিন্ন রকমের চক্রান্তে উস্কানি দেবে। নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তারা তোমাদের তত্ত্বাবধনে আছে। তারা নিজেদের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে কিছু করতে সক্ষম নয়। তোমাদের উপর তাদের অধিকর রয়েছে এবং তাদের উপরও তোমাদের অধিকার রয়েছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হল, তারা আপন স্বামী ছাড়া তাদের শয্যায় কাউকে প্রবেশাধিকার দেবে না এবং তোমাদের অপছন্দীয় কাউকে তোমাদের ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। যদি তাদের থেকে অবাধ্যতার আশংকা কর তাহলে তাদেরকে উপদেশ দাও, বুঝাও এবং তাদেরকে শয্যায় পরিত্যাগ কর, পৃথক করে দাও এবং তাদের হাল্কাভাবে প্রহার কর; আর তাদের ন্যাসঙ্গতভাবে খোরপোশ প্রদান কর। এ তাদের প্রাপ্য অধিকার। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর নামে তাঁর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর নামে তাদের সতীত্ব-সম্পদ নিজেদের জন্য বৈধ করেছ। মনে রেখো, কারো কাছে অপর কারোর আমানত রক্ষিত থাকলে সে যেন আমানতকারীর নিকট তা প্রত্যর্পন করে। এতদূর বলার পর তিনি আপন হস্তদ্বয় প্রসারিত করলেন এবং বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি? আমি কি পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি? অতঃপর যারা এখানে উপস্থিত আছ তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে তা পৌঁছে দেয়। কেননা এমন অনেক অনুপস্থিত লোক আছে যারা উপস্থিত শ্রোতাদের তুলনায় অধিকতর ভাগ্যবান হয়ে থাকে"।

এরপর তিনি মিনায় কোরবানির স্থালে পৌছেন এবং তেষট্টিটি উট স্বহস্তে কোরবানি করেন। যতগুলো উট তিনি কোরবানি দিয়েছিলেন হিসাব করে দেখা যায় তত বছরই তিনি হায়াত পেয়েছিলেন। এরপর তিনি ক্ষ্যান্ত হন এবং প্রিয় সাহাবি হযরত আলী (রা.) কে বলেন ১০০ পূরণ হওয়ার যতগুলো বাকী ছিল তা পূরণ করার নির্দেশ দিলেন।

কোরবানি সম্পূর্ণ হতেই ক্ষৌরকার ডেকে পাঠান, মস্তক মুন্ডন করেন এবং মুন্ডিত কেশ নিকটস্থ লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেন। এরপর তিনি মক্কায় রওয়ানা হন। তাওয়াফে ইফাদা আদায় করেন যাকে তাওয়াফে যিয়ারাতও বলা হয়। অতঃপর যমযম কূপের নিকট গমন করেন এবং দাঁড়িয়ে পানি পান করেন। এরপর ঐদিনই মিনায় ফিরে আসেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করেন।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর লাখো জনতার উদ্দেশে যে সারগর্ভ ও ব্যাপক খুৎবা দান করেন, যা প্রতিটি হৃদয় ও কর্ণকে প্রজ্ঞা ও বিধানে, অনুগ্রহ ও বিশ্বাসে এবং দয়া ও সদাচারে পূর্ণ করে দিয়েছে। এ থেকে প্রতিটি অন্তর খুঁজে পেয়েছে আত্মশুদ্ধির যাবতীয় উপায়, হেদায়েতের সকল প্রকার এবং জাতিঘাতি সব ব্যাধি থেকে সুরক্ষার পন্থা। বলাবাহুল্য, এ ছিল এমন এক উপলক্ষ এত বিশাল জনগোষ্ঠীর সামনে এভাবে কথা বলার সুযোগ নিয়ে যা বারবার আসে না। বিদায়ী নেতার সঙ্গে কোনো জাতির এমন প্রাণোচ্ছল ও বিশ্বাসদীপ্ত সাক্ষাতের তুলনা হয় না। একইসঙ্গে তা বাঁধ ভাঙ্গা কান্না ও বিষাদেরও উপলক্ষ। কারণ, তা ছিল আখেরী উম্মতের কাছ থেকে আখেরী নবীর শেষ সাক্ষাৎ।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রদত্ত বিদায় হজ্জের খুৎবা, মিনার ময়দানে বর্ণিত খুৎবা সিহাহ সিত্তার একাধিক হাদীসে রয়েছে। এছাড়া সীরাতের বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাব যেমন সীরাত ইবনে হিশাম, সীরাতে হাবীবে এলাহী, আর রাহীকুল মাখতুম, তারীখে ইসলাম সহ সকল কিতাবেই এসেছে। সিহাহ সিত্তার হাদীস সমূহ এবং সীরাতবিদদের রচিত কিতাবের আলোকেই এই কিতাবে বিদায় হজ্জের খুৎবা, মিনার ময়দানে বর্ণিত খুৎবাসহ অন্যান্য বিষয়াদি সংকলন করা হয়েছে।

—সংকলক

গাদীরে খুম এ প্রদত্ত খুৎবা

গাদীর একটি আরবী শব্দ। একটি নিচু স্থান, যেখানে বৃষ্টির পানি জমা হয়ে থাকে; আরবীতে তাকে 'গাদীর' বলে। আর ঐ এলাকার নাম হচেছ 'খুম'। এই দু'য়ের সমন্বয়ে পরবর্তী নামকরণ হয়েছে 'গাদীরে খুম'। এই স্থানটি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত। বর্তমানে এ স্থানটি 'ওয়াদিউল গুরবাহ্' নামে প্রসিদ্ধ।

হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ হজ্জ শেষে যখন মদীনা প্রত্যাবর্তন করছিলেন পথিমধ্যে সাহাবী হযরত বুরাইদাহ আসলামী হযরত আলী (র) এর উপর কিছু অভিযোগ করে।

মূল ঘটনাটি ছিল প্রিয়নবী তিনশ যোদ্ধার এক বাহিনী হযরত আলী (র) এর নেতৃত্বে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে সে দলটি বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করে। হযরত আলী (র) গনীমতের অংশ থেকে খুমুস (পাঁচভাগের এক অংশ) আলাদা করেন যার ভিতরে বিপুল পরিমাণ লিলেনের কাপড়ও ছিলো। সাহাবাদের ভেতর থেকে অনেকে সেই কাপড় থেকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তাদের কিছুটা ধার দেয়ার জন্য হযরত আলী (র) কে অনুরোধ করেন, কারণ দলটি সেখানে তিনমাস অবস্থান করছিলো এবং তাদের ব্যবহার্য কাপড়ও যথেষ্ট ছিলো না। কিন্তু হযরত আলী (র) তা দিতে অস্বীকার করেন এবং তা সরাসরি হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ এর হাতে তুলে দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এর কিছুদিন পরে তিনি হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ এর সাথে হজ্জে যোগদানের জন্য তাঁর ডেপুটিকে কমান্ড হস্তান্তর করে মক্কার উদ্দেশ্যে চলে যান। তার চলে যাবার পর সেই ডেপুটি কমান্ডার সবদিক বিবেচনা করে সৈন্যদলকে লিলেনের কাপড় ধার দেবার সিদ্ধান্ত নেন। অল্পদিন পরে পুরো দলটিও প্রিয়নবীর সাথে যোগ দেয়ার জন্য রওয়ানা করে। দলটির আগমনের খবর পেয়ে হযরত আলী (র) মক্কা থেকে বেরিয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন। কাছে এসে তিনি দেখতে পান তাদের গায়ে সেই লিলেনের পোষাক। তিনি অত্যন্ত

ক্রোধান্বিত হন এবং তাদের নির্দেশ দেন তৎক্ষণাৎ সে পোষাক খুলে পুরাতন পোষাক পরার জন্য। হযরত আলী (র) নির্দেশ মান্য করলেও দলটির নেতা সহ সকলেই খুব ক্ষুব্ধ হয়।

খবরটি হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ এর কানে গিয়েও পৌঁছায়। শুনে তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "তোমরা আলীর উপর রাগ করোনা। সে আল্লাহর পথে এতোটাই নিবেদিত একজন লোক যে, এ ব্যাপারে তাকে দোষ দেয়া যায় না"। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই বাণীও দলটির অনেক সদস্যের রাগ প্রশমন করতে পারলো না (হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী বুরাইদাহ (র) ও এর ভেতর একজন)। দোষারোপ চলতেই থাকলো। মক্কা থেকে মদীনা ফেরার পথে এ দলটি গাদির খুম নামের এক কূপের কাছে যাত্রাবিরতি করলো। সেখানে আলীর নামে আবার অভিযোগ তোলা হলো। এবার প্রিয়নবী ক্ষুব্ধ হলেন ও লোকদের ডেকে আলী সম্পর্কে বললেন। মোটামুটি এই হলো গাদীরে খুম হাদীসের প্রেক্ষাপট।

এই জন্য বিদায় হজ্জের ফিরতি পথে গাদীরে খুম নামক স্থানে পৌঁছে তিনি একটি খুৎবা প্রদান করেন এবং তাতে প্রিয় সাহাবি হযরত আলী (রা)-এর মর্যাদা ও ফজিলত বর্ণনা করেন। এ সময় আল্লাহর হামদ ও সানা পেশ করার পর বলেন:

হে লোকেরা! আমি একজন মানুষ। আমি শীঘ্রই আমার রব্বের কাছ থেকে একজন দূতের [মউতের ফেরেশ্‌তা] মুখোমুখি হতে যাচ্ছি; আর আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে আমাকে চলে যেতে হবে। আমি তোমাদের মাঝে দুটো ভারী জিনিষ রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, যাতে রয়েছে হিদায়াহ (জীবন চলার পথ নির্দেশনা) এবং নূর (আলো)। সুতরাং আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করো এবং তা শক্ত করে ধারণ করো।" তিনি আমাদেরকে আল্লাহর কিতাবকে ধারণ করার জন্য নসীহত করলেন এবং তারপর বললেন দ্বিতীয় হচ্ছে আমার আহলে বায়ত। আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে আল্লাহর স্মরণ করে সাবধান করছি। আমি তোমাদেরকে আমার

আহলুল বায়তের ব্যাপারে আল্লাহর স্মরণ করে সাবধান করছি। আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে আল্লাহর স্মরণ করে সাবধান করছি" [কথাগুলো প্রিয়নবী তিনবার বললেন][৩]। (সহীহ মুসলিম)

এই ভাষনের শেষের দিকে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলীকে ধরে সবার সামনে তুলে ধরলেন এবং বললেন:-

أَيُّهَا النَّاسُ اَللهُ مَوْلَاىَ وَ اَنَّا مَوْلَاكُمْ، فَمَنْ كُنْتَ مَوْلَاهِ فَهَذَا عَلِي مَوْلَاه، اللّٰهُمَّ وَالَ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادَ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُر مَنْ نَصَرَه وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ (وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة) وَأَحِبَّ مِنْ أَحَبَّهُ، وَأَبْغَضَ مِنْ أَبْغَضَهُ، وَانْصُر مَنْ نَصَرَهُ ○

অর্থ : 'হে মানব সকল! আল্লাহ্ আমার মাওলা ও প্রভু, আর আমি তোমাদের মাওলা ও নেতা। সুতরাং আমি যার মাওলা ও অভিভাবক আমার পরে এই আলীও তাদের মাওলা ও অভিভাবক। হে আল্লাহ্! বন্ধুত্ব রেখো তার সাথে, যে আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখে,শত্রুতা করো তার সাথে, যে আলীর সাথে শত্রুতা করে এবং তাকে সাহায্য কর যে আলীকে সাহায্য করে, আর ত্যাগ করো তাকে যে আলীকে ত্যাগ করে। (মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে) আল্লাহ্ তাকে ভালবাস যে আলীকে ভালবাসে, শত্রুতা কর তার সাথে যে আলীকে শত্রু মনে করে।

প্রিয়নবীর মুখ থেকে হযরত আলী সম্বন্ধে এরূপ প্রশংসনীয় বক্তব্য শুনে সাহাবায়ে কেরামরা তাকে মুবারাকবাদ দেন ও হযরত বুরাইদাহ আসলামী সমগ্র জীবন হযরত আলী (র) এর একনিষ্ঠ বন্ধু ও ভক্ত ছিলেন।

---

[৩] এটি সহীহ মুসলিমের একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশ যার শেষের দিকে আহলে বায়ত কারা এ সম্বন্ধে এসেছে : "হুসায়ন তখন বললেন, হে জায়দ কারা তাঁর আহলুল বায়ত? তাঁর স্ত্রীরা কি তাঁর আহলুল-বায়ত নন?" জায়দ বললেন, "তাঁর স্ত্রীরা অবশ্যই তাঁর আহলুল বায়ত। এখানে আহলুল বায়ত হচ্ছে তারা যাদের জন্য সদকা গ্রহণ নিষিদ্ধ। হুসায়ন বললেন, "এরা কারা?" তখন জায়দ বললেন, "আলীর বংশধরগণ, আক্বীলের বংশধরগণ, জাফরের বংশধরগণ ও আব্বাসের বংশধরগণ।" হুসায়ন বললেন, "এদের সবার জন্য সদাক্বা [যাকাত] নিষিদ্ধ?" জায়দ [রাঃ] বললেন, "হ্যাঁ।"

এই ভাষণটি হযরত আলীর সুউচ্চ মর্যাদার স্পষ্ট ধারণা দেয়। হযরত আহমদ বিন হাম্বল বলেছেন, "যত ফজিলতের বর্ণনা হযরত আলীর বেলায় এসেছে অন্য কোনো সাহাবির বেলায় তা আসেনি। হযরত আলী (র) এর অসংখ্য শত্রু ছিল। শত্রুরা অনেক অনুসন্ধান করেছে হযরত আলী (র) এর দোষ-ত্রুটি বের করার, কিন্তু পারেনি[৪]।"

হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই ভাষণ আহলে বাইতের উচ্চ মর্যাদা প্রমাণের একটি শক্ত দলীল। তবে অতীব দুঃখের বিষয় অনেকে লোক এমন আছে যারা আহলে বায়তের অন্তর্গত নয়, তাদের নসব ইমাম হাসান, ইমাম হুসেন, কুরাইশের বা বনু হাশিমের কারো সাথে সম্পর্কিত নয় তারপর ও তারা নিজেকে "সাইয়্যেদ" বলে দাবী করে। এদের সম্বন্ধেই আল্লাহর রাসূল হজ্জুল বিদার খুৎবাতে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন : যে সন্তান নিজ পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে পিতা সাব্যস্ত করবে তাদের উপর আল্লাহর আযাব। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত এই সমস্ত প্রতারকদের থেকে দূরে থাকা এবং প্রত্যেক সাইয়্যেদের উচিত নিজ নিজ প্রকৃত নসব সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকা।

---

[৪] প্রিয়নবী হযরত আলী (র) সম্বন্ধে বলেছেন "হে আলী,তোমার ও মরিয়ম পুত্র ঈসার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।ঈসাকে ইহুদীগন ঘৃনা করে এবং তার মায়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়।অপরপক্ষে, খৃষ্টানগন তাকে অধিক ভালবেসে অতিরঞ্জিত করে এমন মর্যাদা তাকে দেয় যা তিনি নন"। (মুসনাদে আহমাদ)

এই জন্য দেখা যায় হযরত আলী (র) কে মুহাব্বতের কেন্দ্র করে ইসলামের মধ্যে দুটি দল হয়। একটি দল খারেজী যারা হযরত আলী (র) কে অস্বীকার করে, কাফির বলার ধৃষ্টতা দেখায় (নাউযুবিল্লাহ)। আবার আরেক দল হল শিয়াদের যারা হযরত আলী (র) কে একমাত্র যোগ্য মানে, পূর্ববর্তী তিন খলিফাকেই গালমন্দ করে এমনকি হযরত আলীকে প্রিয়নবীর চেয়েও উত্তম মনে করে (নাউযুবিল্লাহ)। এ দুই চরমপন্থীদের মাঝে হচ্ছি আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দল যারা চার খলিফাকেই সৎ যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ হিসেবে মানি, হযরত আলী (র) কে প্রিয়নবীর চাচাতো ভাই, জামাতা, ইসলামের চতুর্থ খলিফা হিসেবে মানি এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করি তিনি একজন সৎ যোগ্য, ন্যায়পরায়ণ ও খাঁটি ঈমানদার বান্দা ছিলেন যিনি নিজের পুরো জীবন ইসলামের খিদমতের জন্য ব্যয় করতে করতে শহীদ হোন। কিন্তু শিয়াদের মতো ভ্রান্ত আকিদা আমরা ও পোষণ করি না । এই জন্য ঐতিহাসিক গাদীরে খুমের ঘটনা ও প্রিয়নবীর প্রকৃত ভাষণ বর্ণনার ক্ষেত্রে শিয়াদের ভ্রান্ত কাহিনী বাদ দিয়ে তাবরানী, মুসনাদে আহমদের মত নির্ভরয়োগ্য হাদীসের গ্রন্থ থেকে ভাষনটি বিবৃত করেছি। -সংকলক

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.) ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ খলীফা, সাহসী সৈনিক ও উত্তম বিচারক। খুলাফায়ে রাশেদীনের পর তাঁর শাসন কালই ছিল এই বিশ্বজগতের সর্বোত্তম যুগ। তাই তো তাকে মুসলিম ইতিহাসে উমরে সানী বা দ্বিতীয় উমর নামে অভিহিত করা হয়।

৭১৭ খৃষ্টাব্দে খলিফা সুলায়মানের ইন্তেকাল হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজ ওয়াসিয়াতনামায় পরবর্তী খলিফার নাম হিসেবে তার চাচাত ভাই হিসেবে উমর ইবনে আব্দুল আজীজ এর নাম লিপিবদ্ধ করে যান। কিন্তু উমর বিন আব্দুল আজীজ ঘোষণা করেন : 'হে লোক সকল! আমার সম্মতি ব্যতীত আমাকে খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছে। আমি ক্ষমতা চাই না, আমি তোমাদেরকে স্বাধীনতা দিচ্ছি যাকে ইচ্ছা তাকে তোমরা খলীফা নির্বাচিত করে নাও"। সমবেত জনতা বলল আমরা আপনাকেই খলীফা নির্বাচিত করেছি। এভাবে দীর্ঘদিন পর উমাইয়া বংশের নিয়ম বাদশাহ নিজে তার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করবে সেই নিয়ম পরিবর্তন করে খুলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী নিয়ম জনগনের রায়ে আমিরুল মুমিনীন নির্বাচিত হন হযরত উমর বিন আব্দুল আজীজ।

হজরত উমরের সাথে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল থাকায় উমর বিন আব্দুল আজীজ সাধারণত দ্বিতীয় উমর হিসেবে পরিচিত। উমাইয়া বংশের ইতিহাসে দ্বিতীয় ওমরের অভিষেক সত্যিই একটি যুগান্তকারী ঘটনা। অনাচার, অধর্ম, বর্বরতা, ষড়যন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, বিলাসিতা যখন উমাইয়া খিলাফতে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিল সে সময় তিনি শাসনভার গ্রহণ করেন। প্রশাসক হিসেবে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন এ সময় তিনি ন্যায়পরায়ণতা, সরলতা, চারিত্রিক মাধুর্য, ধর্মপরায়ণতা ও প্রজাবাৎসল্য দ্বারা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

খলিফা নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর সরকারী কর্মচারীগণ বিশেষ তৎপর হয়ে উঠলেন। মসজিদ হতে মহলে লইয়া যাওয়ার জন বিশেষ শাহী সওয়ার হাজির করা হল। জাঁকজমকপূর্ণ বাহন দেখে খলিফা

বলতে লাগলেন, "এসবের প্রয়োজন নাই। আমার জন্য আমার পুরাতন খচ্চরই যথেষ্ট।" আমিও একজন সাধারণ মুসলিম নাগরিক মাত্র; আমার জন্য এই আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই।

পূর্বের রীতি ছিল, আলেমগণ মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খলিফার জন্য বিশেষ দোআ করতেন। নূতন খলিফা ঘোষণা করলেন, আমার জন্য বিশেষ দোআর প্রায়োজন নাই। সকল মুসলমানের জন্য দোআ করবেন। যদি খাঁটি মুসলমান হই, তবে স্বাভাবিকভাবেই এই দোআ আমার উপরও আসবে।

নবনির্বাচিত খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.)-এর স্ত্রী ছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী খলিফা আবদুল মালেকের কন্য ফাতেমা। ঘরে আসিয়াই স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন, "তোমার পিতা তোমাকে যৌতুকস্বরূপ যে সমস্ত মূল্যবান অলংকার ওমণি-মাণিক্য দান করেছিলেন, সমস্তই বায়তুল মালে জমা কর। অন্যথায় আমার সাথে আজ হতে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যাও।" পতিপ্রাণা স্ত্রী নির্দেশ শ্রবণমাত্র সমস্ত অলংকারাদি বাইতুল মালে পাঠিয়ে দিলেন।

উমাইয়া খান্দানের স্থাবর সম্পত্তি ও জমিদারী-জায়গীর প্রভৃতি পূর্বেই বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। এইবার ইয়াযিদের যুগ হতে শুরু করে সোলায়মানের যুগ পর্যন্ত যে পুঞ্জীভূত সম্পদ অন্যায়ভাবে আদায় করে রাজকোষ বা অন্যান্য তহবিলে জমা রাখা হয়েছিল, সেই সমস্ত মূল মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণ করার নির্দেশ জারি করলেন। এই নির্দেশ মোতাবেক এত বিপুল পরিমাণ সম্পদ হস্তান্তরিত হল যে, খেলাফতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশ ইরাকের রাজকোষ পর্যন্ত শূন্য হয়ে গেল। এমনকি ইরাকের দৈনন্দিন খরচ চালানোর জন্য রাজধানী দামেশক হতে অর্থ প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিল।

খেলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর খলিফার পরিবার-পরিজনের সকল প্রকার অতিরিক্ত বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অভাব জর্জরিত পরিজন কিছু বৃত্তির তাকিদ করতে আসিলে খলিফা বললেন, " দেখ, আমার ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি বা পৃথক আয়ের পথ নাই। তাহাছাড়া বায়তুল মালের সম্পদে তোমাদের যে অধিকার, দেশের শেষ প্রান্তে

অবস্থিত একজন সাধারণ মুসলমানের অধিকারের চাইতে তাহা মোটেই বেশী নয়। সুতরাং বায়তুল মাল হতে তোমরা জনসাধারণের চইতে একবিন্দুও অধিক আশা করিও না। আল্লাহর শপথ, তোমরা দুনিয়ার সকল মানুষ মিলিয়াও যদি আমার এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা কর, তবুও আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারব না।"

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) রাষ্ট্রের সকল দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মচারীদিগকে পদচ্যুত করে জনসাধারণের উপর নির্যাতনের সকল উৎস বন্ধ করে দিলেন। পুলিশ বিভাগ হতে বলা হল, সন্দেহজনক ব্যক্তিগণকে গ্রেফতার করা না হলে শান্তি রক্ষা সম্ভবপর হবে না। জওয়াবে খলিফা বলেছিলেন, " কেবলমাত্র শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে যাও। উহাকে যদি অপরাধমূলক কার্যকলাপ দূর না হয়, তবে তাহা চলিতে দাও।"

খোরাসানের শাসনকর্তার পত্র আসল– "এই এলাকার জনসাধারণ নেহায়েত অবাধ্য। তরবারি বা বেত্রাঘাত ব্যতীত উহাদিগকে বাধ্য রাখা সম্ভবপর হবে না।" খলিফা জওয়াব দিলেন, "আপনার ধারণা ভুল। সদাচরণ ও ন্যায়বিচার অবশ্যই তাদেরকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম। আপনি সেই পথেই কাজ করে যেতে থাকুন।"

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) নির্দেশ জারি করেছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কারও কাছ থেকে এক পয়সা জিযিয়া বাবদ আদায় করা চলবে না[৫]। এই যুগান্তকারী ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য অমুসলিম প্রজা মুসলমান হয়ে যায়।

দ্বিতীয় উমর রাষ্ট্র সম্প্রসারণ অপেক্ষা ধর্মপ্রচারের কাজকে অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করতেন। তিনি ঘোষণা করেন, "যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা জিজিয়া কর থেকে রেহাই পাবে এবং মুসলমানদের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে। তাঁর এ নীতির ফলে অতি দ্রুতগতিতে খোরাসান, মধ্য এশিয়ার বোখারা, সমরকন্দ, খাওয়ারিজম, নিশাপুর এমনকি আফ্রিকার

---

[৫] পূর্ববর্তী উমাইয়া খলিফাগণ নও-মুসলিমের নিকট হতেও অ-মুসলমানদের মতো 'জিযিয়া' বা দেশরক্ষা কর গ্রহণ করতেন।

বার্বারদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। খলিফা দ্বিতীয় উমর শান্তিপূর্ণ অবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তাঁর রাজত্বকালে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিয়ান প্রেরিত হয়নি। সমরনীতি, রক্তপাত ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। তিনি প্রকৃতপক্ষেই একজন শান্তিবাদী শাসক ছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ পরিহার করে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। এ কারণে তিনি পূর্ববর্তী খিলাফতের সকল সামরিক অভিযান বন্ধ করে সৈন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনেন। আল হুরের রাজত্বকালে স্পেনে গোলযোগ দেখা দিলে খলিফা আল-সামাহকে তার স্থলে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তার শাসনামলে স্পেনে ভূমি জরিপ, আদমশুমারি, সেতু ও রাজপথ নির্মাণ, মসজিদ ও পয়ঃপ্রণালী খননসহ বহু জনহিতকর কাজ সম্পন্ন হয়।

খলিফা দ্বিতীয় উমরের রাজত্বকালে অসংখ্য লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে তাদের জিজিয়া কর প্রদান হতে রেহাই দেয়া হয়। এর ফলে রাজকোষে কিছুটা অর্থ সংকট দেখা দেয়। ঘাটতি পূরণের জন্য খলিফাকে রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করতে হয়। তিনি রাজস্ব সংস্কারের জন্য তিনটি নীতি গ্রহণ করেন। যথা :

(১) অমুসলমানগণ কর্তৃক মুসলমানদের নিকট খারাজ ভূমি বিক্রয় বন্ধ করেন।

(২) ভূমি দখলকারী মুসলমান ও অমুসলমানদের নিয়মিতভাবে জিজিয়া কর প্রদানের নির্দেশ দেন।

(৩) উমাইয়া বংশের লোকদের রাষ্ট্রের অতিরিক্ত সম্পত্তি ও অর্থ রাজকোষে জমা দেয়ার নির্দেশ দেন।

এভাবে তিনি রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করেন। সরলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, অনাড়ম্বরতা, সরল জীবনযাপন ও খোদাভীরুতাই দ্বিতীয় উমরের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। স্বজনপ্রীতি, দল, গোত্রপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব নীতি পরিহার করে তিনি সকলের প্রতি সমান আচরণ করেন।

সরকারী কর্মচারীগণ দফতরের কাজ করার সময় কাগজ, কলম, লেফাফা, বাতি প্রভৃতি সরকারী সাজসরঞ্জাম বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করতেন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) এই সূক্ষ্ম বিষয়টির প্রতিও দৃষ্টি দিলেন এবং আবু বকর ইবনে হাযম প্রভৃতি কতিপয় সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে লিখিলেন, "সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা অন্ধকার রাতে আলো ছাড়া মসজিদে নববীতে যাতায়াত করতে। আল্লাহর শপথ, আজ তোমাদের অবস্থা তদপেক্ষা অনেক ভাল। কলম আরও সূক্ষ্ম করে নাও। লাইন আরও ঘন ঘন বসাও, দফতরের কাজে ব্যবহৃত সরকারী সাজসরঞ্জাম আরও সাবধানতার সহিত ব্যবহার কর। মুসলমানদের ভাণ্ডার হতে এমন এক পয়সাও ব্যয় কর না যা দ্বারা সামান্যতম প্রত্যক্ষ উপকারও সাধিত হয় না।"

পারস্যের গভর্নর আদী ইবনে আরতাত খলিফাকে লিখিয়া পাঠালেন, এখানে সুখ-সমৃদ্ধি এত বর্ধিত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ এখন দাম্ভিক ও বিলাসী হতে শুরু করেছে। খলিফা জওয়াব দিলেন, জনসাধারণকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে শিক্ষা দাও।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র) শাহী খান্দানের সর্বপ্রকার বিলাস-বৃত্তি, বিলাস-সামগ্রী ও অপব্যয় বন্ধ এবং শাহী খান্দানের ব্যবহারের জন্য রক্ষিত সমস্ত সরকারী ঘোড়া বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বায়তুল মালে জমা করে দিলেন। অপরপক্ষে যে সমস্ত লোক উপার্জনক্ষম নহে তাহাদের সকল নাম সরকারী রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করে বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। খলিফার তরফ হতে ঘোষণা করে দেওয়া হল, আমার কোন লোক যেন অনাহারে না থাকে। কোন কোন এলাকায় গভর্নরদের তরফ হতে অভিযোগ আসিল, বিপন্ন লোকদিগকে ব্যাপকভাবে বৃত্তি দান করিলে সরকারী ভাণ্ডার একেবারে শূন্য হয়ে যাইবে। বাদশাহ উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) জওয়াব দিলেন, যে পর্যন্ত ভাণ্ডারে আল্লাহর সম্পদ রক্ষিত আছে সেই পর্যন্ত আল্লাহর বিপন্ন বান্দাদের মধ্যে বিতরণ কর। যখন একেবারে শূন্য হয়ে যাবে তখন উহা আবর্জনা দিয়া পূর্ণ করে লও।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) সর্বমোট মাত্র দুই বৎসর ছয় মাস খলিফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই মানুষ মনে করতেছিল : আসমান-জমিনের মধ্যে যেন ইনসাফের খোদায়ী দণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের খোদা যেন আকাশ হতে হস্ত প্রসারিত করে সকল শ্রেণীর মানুষ ও তাহার মানবতাকে প্রেম, স্বাধীনতা আর সমৃদ্ধির জয় মুকুট পরাইতে আগাইয়া আসিয়াছেন। সুখী মানষ খয়রাত হাতে নিয়ে বের হত, কিন্তু কোথাও গ্রহণকারী পাওয়া যেত না। মানুষ বায়তুল মালের কর্মকর্তাদের নিকট দান-খয়রাত প্রেরণ করত, কিন্তু কেহ সেটা গ্রহণ করতে চাইত না। ফলে কোন অভাবগ্রস্ত লোক তাদের পক্ষে খুঁজিয়া বের করতে কষ্ট হত[৬]।

৪১ হিজরীতে হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী এর খিলাফতের দাবী পরিত্যগ করার পর উমাইয়া শাসকদের একটি অত্যন্ত বদঅভ্যাস ছিল যে জুমার নামাযের পূর্বে প্রদত্ত আরবী খুৎবার শেষের দিকে হযরত আলী (র.) কে উদ্দেশ্য করে গালি গালাজ করা হত। প্রায় ৬০ বছর ধরে এই কু প্রথা চলে আসছিল। তিনি দায়িত্ব গ্রহনের সাথে সাথে এই ঘৃণিত নিয়ম বন্ধ করেন এবং প্রত্যেক রাজ্যের শাসক/গর্ভনরদের নিকট ফরমান পাঠান যে হযরত আলী (র) কে উদ্দেশ্য করে গালি গালাজ বন্ধ করে নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করতে হবে :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ (سورة النحل ٩٠)

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহপাক্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। –(সূরা নহল : ৯০)

---

[৬] কিছু কিছু সীরাতবিদ এও উল্লেখ করেছেন যে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ এর শাসনামলে মানুষের অর্থবৈষম্য এমন ভাবে হ্রাস পেল যে যাকাতের উপযুক্ত লোক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ছিল।

বাদশাহ উমর ইবনে আবদুল আজীজ এর এই সুন্দর নিয়ম আজও জারী আছে। তাইতো প্রায় সকল ইমাম/ খাতীবগণ জুমার দ্বিতীয় খুৎবা এই আয়াতে কারীমার তেলাওয়াত দিয়েই শেষ করেন।

বাদশাহ উমর ইবনে আবদুল আজীজ এর খিলাফাত গ্রহনের পূর্বে তার ভোগ-বিলাসের বহরও ছিল কাহিনীর মত। যে কোন মূল্যবান কাপড় তিনি দুইবার পরিধান করতেন না। তখনকার দিনে চারশত টাকা মূল্যের জামাও তার পছন্দ হত না। তিনি এত দুর্মূল্য সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করতেন যে, অনেক সময় তাহা বাদশাহর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যও পাওয়া যেত না। উজিরে আজম রেজা বিন হায়াত বর্ণনা করেন, আমাদের দেশে সবচাইতে পরিপাটি ও সুবেশী পুরুষ ছিলেন উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.)। তিনি যেদিকে গমন করতেন চারিদিক সুগন্ধে মোহিত হয়ে উঠত।

কিন্তু যে দিন তিনি ইসলামের মহান খলিফা নির্বাচিত হলেন, সেই দিন হতে তার জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন শুরু হয়। খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সকল প্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বিলাসগ্রব্য বিক্রয় করে বায়তুল মালে দাখিল করে দেন। এর পরের দিন বাসস্থান হতে শুরু করে পূর্বের কোন ব্যবহার্য দ্রব্যই আর তার নিকট ছিল না। পড়ার জন্য মাত্র একজোড়া সাধারণ কাপড় সঙ্গে রেখেছিলেন। যখন ময়লা হত, নিজ হাতে ধুয়ে আবার পরতেন।

একদা এক মিশরী মহিলা খলীফার সাথে সাক্ষাতের জন্য এলেন। খলীফার বাসভবন সম্পর্কে জানতে চাইলে লোকেরা তার ছোট্ট কুটিরটি দেখিয়ে দিল। মহিলা সেই কুটিরে গিয়ে অবাক হলেন। অনাড়ম্বর পরিবেশে ছোট্ট একটি মাটির ঘর। দাস-দাসী ও নিরপত্তারীর কোনো বালাই নেই। এই বুঝি অর্ধ দুনিয়ার একচ্ছত্র মালিক খলীফাতুল মুসলিমীনের রাজকীয় বাসভবন! বাড়ীর সামনের ছোট্ট বাগানটির এককোণে দাঁড়িয়ে আছেন এক সুন্দরী রমণী। পড়নে তার জীর্ণ-শীর্ণ কমদামী পোশাক হলেও চেহারায় আভিজাত্যের চিহ্ন বিরাজমান। পাশেই আছেন একজন সুপুরুষ। কাঁদামাটি মাখা হাতে মাটির ঘরের ভাঙ্গা দেয়াল মেরামতে ব্যস্ত তিনি।

আগন্তুক মহিলা ফাতেমার পরিচয় পেয়েই বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। হৃদপিণ্ডটা যেন সেকেণ্ডে উঠানামা করছে কয়েশ' বার। মহিলার অবস্থা বুঝতে পেরে ফাতেমা তাকে অভয় দিয়ে বললেন, এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনি কী হাজত নিয়ে এসেছেন তাই বলুন। মহিলা বললেন, আমি আমার প্রয়োজনের কথা পরে বলছি। তার আগে কিছু মনে না করলে একটি কথা বলতে চাই। ফাতেমা অনুমতি দিলে মহিলা বললেন, মাননীয় খলীফাপত্নী! পর্দা-পুষিদার বিষয়ে আপনাদের সুনাম রয়েছে গোটা দেশ জুড়ে। কিন্তু আমি তো বাস্তবে তার কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না! কারণ, এই যে আপনি একজন শ্রমিকের সামনে বেপর্দা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তার থেকে পর্দা করা কি আপনার জন্য জরুরি নয়? মহিলার কথা শুনে ফাতেমা একটু মুচকি হেসে বললেন, এই শ্রমিকই আমার স্বামী, আমীরুল মুমেনীনের, যার কাছে আপনি এসেছেন! মহিলার কৌতূহলের যেন শেষ নেই। তিনি মুসলিম জাহানের রাষ্ট্রপ্রধানের সাদামাঠা জীবন-যাপন দেখে কেঁদেই ফেললেন।

খলিফা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তার এক শ্যালক বিবি ফাতেমাকে বলেছিলেন, আমীরুল মুমেনীনের জামা অত্যন্ত অপরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, লোকজন তাঁকে দেখতে আসে, এটা বদলানো দরকার। ফাতেমা এই কথা শুনে চুপ করে থাকলেন। ভ্রাতা যখন পুনরায় এই কথা উত্থাপন করলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আমীরুল মুমেনীনের অন্য কোন কাপড় নাই, দ্বিতীয় জামা আমি কোথায় থেকে আনব?

একবার খলিফার এক পুত্র পিতার নিকট কাপড় চাইতে এলেন। খলিফা তাঁহাকে বলে দিলেন, আমার ব্যবস্থা নাই। খাইয়ার ইবনে রেবাহের নিকট আমার কাপড় আছে, সেটা ব্যবহার কর। খলিফা পুত্র আনন্দিত হয়ে খাইয়ারের নিকট গমন করলেন, তিনি একখানা পুরাতন খদ্দরের জামা বের করে দিলেন। খলিফা-পুত্র নিরাশ হয়ে পুনরায় পিতার নিকট আগমন করলেন। পিতা বললেন, বৎস, আমার নিকট ইহার চাইতে ভাল কাপড় নাই। তুমি যদি একান্তই সহ্য করতে না পার তবে নির্ধারিত বৃত্তি হতে কিছু অর্থ আগাম নিয়া যাও। পরে বৃত্তি গ্রহণের সময় অবশ্যই ফেরত দিও।

খেলাফতের জিম্মাদারী গ্রহণ করার পর হযরত উমর দুনিয়ার সকল আরাম আয়েশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার-পরিজন হতেও দূরে সরে গিয়ে

ছিলেন। সারাদিন রাষ্ট্র পরিচালনার কার্য করে রাতভর মসজিদে বসে আল্লাহর এবাদত করতেন। মসজিদেই একটু চক্ষু মুদিয়া বিশ্রাম করতেন। স্ত্রী ফাতেমা স্বামীর এই কৃচ্ছ্রসাধনায় অতীব মর্মাহত হয়ে পড়েন। একদিন খলিফাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জওয়াব দিলেন, "আমি তোমাদের অধিকার সম্পর্কে অনেকবার ভেবে দেখলাম। আরও ভেবে দেখলাম, এই জাতির ছোট-বড়, সবল-দুর্বল সকলের দায়িত্বও আমার স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে। আমার রাজ্যের যত ইয়াতীম, বিধবা, বঞ্চিত ও অক্ষম লোক আছে, তাদের দায়িত্বও আমার উপর ন্যস্ত। আগামীকাল আল্লাহ যখন আমাকে এই দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন, আল্লাহর রসূল যখন তার উম্মতের দায়িত্ব সম্পর্কে আমাকে দায়ী করবেন, তখন আমি আল্লাহর এবং তার রসূলের সম্মুখে যদি ঠিকমত জবাবদিহি করতে না পারি, তখন আমার কি উপায় হবে? যখন এই সব কথা ভাবি, তখন আমার শরীর ভেঙ্গে আসে; সকল শক্তি যেন বিলীন হয়ে যায়। চোখ থেকে যেন অশ্রু গড়িয়ে আসে। এই অবস্থাতেই দীর্ঘ আড়াই বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল।

১০১ হিজরী, রজব মাস। উমাইয়া বংশের প্রতিহিংসাপরায়ণ একদল লোক খলিফার এক গোলামকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ প্রদান করে তাঁহাকে পানীয় জলের সহিত বিষ পান করাল। দারুণ বিষের ক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বেই খলিফা এই কথা জানিয়া ফেলিলেন। গোলামকে কাছে ডাকিয়া তাহার নিকট হতে উৎকোচের এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আদায় করতঃ বায়তুল মালে জমা করে দিলেন এবং বললেন, "যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিতেছি।"

খলিফা সোলায়মান ওয়াসিয়তনামায় উমর ইবনে আবদুল আজীজ এর পর ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালেককে খলিফা নিযুক্ত করার সুপারিশ করেছিলেন; শেষ যাত্রার সময় তিনি তার পরবর্তী খলিফা ইয়াযিদ বিন আবদুল মালেককে উদ্দেশ্যে অসিয়তনামা লিখে ছিলেন :

"এখন আমি আখেরাতের পথে যাত্রা করতেছি। সেখানে আল্লাহ আমাকে প্রশ্ন করবেন, হিসাব গ্রহণ করবেন, তার নিকট কোন কিছু গোপন করার ক্ষমতা আমার নাই। এর পর যদি তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন তবে আমি কৃতকার্য হলাম। আর যদি সন্তুষ্ট না হন, তবে

ধিক আমার কর্মজীবনের উপর! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। প্রজাসাধারণের প্রতি দৃষ্টি রেখ। আর পর তুমিও বেশী দিন জীবিত থাকবে না। এমন যেন না হয় যে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই তুমি আত্মচেতনা হারিয়ে নিজের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করতে থাকবে। পরে কিন্তু প্রতিকারের সময়ও আর খুঁজিয়া পাবে না।"

কোন কোন হিতাকাঙ্ক্ষী এইরূপ বলতে লাগলেন, এই শেষ মুহূর্তে হলেও পরিবার-পরিজনের জন্য কোন সুব্যবস্থা করে যান। এই কথা শুনিয়া উত্তেজনায় খলিফা উঠে বসলেন এবং বলতে লাগলেন :

"আল্লাহর শপথ, আমি আমার পরিবার-পরিজনের কোন অধিকার নষ্ট করি নাই, হ্যাঁ, অনেক হক নষ্ট তাদেরকে দেই নাই। এ অবস্থায় আমার এবং আমার সন্তানদের অভিভাবক একমাত্র আল্লাহ। আমি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার হস্তেই অর্পণ করে যেতে চাই। আল্লাহকে যদি তাহারা ভয় করে, তবে আল্লাহও তাহাদের কোন না কোন ব্যবস্থা করে দিবেন। আর যদি আমার পর পরে পাপে লিপ্ত হয়, তবে আমি ধন-সম্পদ দিয়া তাদের পাপের হস্ত আরও দৃঢ় করে যেতে চাই না।"

অতঃপর সন্তানদের ডেকে বললেন, "প্রিয় বৎসগণ, দুইটি পথই তোমাদের পিতার ক্ষমতার মধ্যে ছিল। একটি, তোমরা সম্পদশালী হতে এবং তোমার পিতা দোযখের আগুনে জ্বলিতেন। অন্যটি হচ্ছে, আজ তোমরা নিঃস্ব থেকে গেলে আর তোমাদের পিতা বেহেশতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন। আমি শেষের বিষয়টি অবলম্বন করেছি। এখন তোমাদেরকে কেবলমাত্র মহান আল্লাহ পাকেরই হস্তে সমর্পণ করে যাচ্ছি।"

এক ব্যক্তি নিবেদন করল, মদীনার রওজা মোবারকের সন্নিকটস্থ খালি জায়গায় আপনার দাফন করার ব্যবস্থা করব কি? খলিফা জওয়াব দিলেন, আল্লাহর শপথ, আমি যে কোন আযাব সহ্য করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমার এই নগণ্য দেহ প্রিয়নবীর পবিত্র দেহের সহিত সমহিত হোক, এই ধৃষ্টতা আমি কিছুতেই বরদাশত করতে পারব না।

এরপর জনৈক খৃস্টানকে ডেকে কবরের জন্য তার এক টুকরা ভূমি ক্রয় করার প্রস্তাব করলেন। খৃস্টান প্রজ্ঞা নিবেদন করল, "আপনার পবিত্র দেহ আমার ভূমিতে সমাধিস্থ হবে, এর চেয়ে গৌরবের বিষয়

আমার আর কি হতে পারে? আমি এই গৌরবের পরিবর্তে মূল্য গ্রহণ করতে চাই না।" সঙ্গে সঙ্গে খৃস্টানের ভূমির মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া হল। অতঃপর এই মর্মে শেষ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন, আমার কাফনের সঙ্গে যেন প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র নখ এবং দাড়ি মোবারকের এক টুকরা কেশ দিয়া দেয়া হয়। এর অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাক আসল এবং বাদশাহ উমর ইবনে আব্দুল আজীজ চিরশান্তির ধাম জান্নাতের পথে গমন করেন।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে ২৭ই মুহাররম ১৪৩৪ হিজরী, ১২ই ডিসেম্বর ২০১২, ২৮ই অগ্রায়ণ ১৪১৯, ভোররাত ৪.৫৮ মিনিটে রোজ বুধবার এই বিদায় হজ্জের খুৎবা বিশ্ব-শান্তির আলোকবর্তিকা কিতাবের কাজ শেষ হল।

الٰہی احسان ہو تیرے اس احسان پر اذ طفیل رحمۃ للعالمین

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ – وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ – اٰمِيْنَ – بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ –

رحمن الاحسان بحق نعیم

সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাঈমুল ইহসান বারকাতী
১২.১২.১২

মুফতী আমীমুল ইহসান একাডেমী
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, কলুটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) আল-কুরআন

২) আল-হাদীস (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, বায়হাকী শরীফ)।

৩) তারীখে ইসলাম : মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বারকাতী

৪) সীরাত ইবনে হিশাম: ইবনে হিশাম

৫) আর রাহীকুল মাখতুম: আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী

৬) মহানবীর ভাষণ:আব্দুল কাইয়ুম নদভী

৭) জীবন সায়াহ্নে মানবতার রূপ: মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

الهى عبدك العاصى اتاك مقرا بالذنوب فقد دعاك

فان ترحم فانت لذلك اهل وان تغضب فمن يرحم سواك